১. দূষণ প্রতিরোধ - বর্জ্য দূষণ কমানো, বাতাসে দূষণীয় উপাদানকে বের করে দেয়া থেকে বিরত থাকা, বর্জ্য পুকুর, নদী কিংবা স্থানীয় লোকালয়ে ফেলে দেয়া থেকে বিরত থাকা এবং শব্দ দূষণ কমানো, এইসব উদাহরণ একটি ভালো ব্যবসার চেতনা তৈরি করে। দেশের পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নে অনেক ভালো উদ্যোগের উদাহরণ বাংলাদেশের আছে। ঢাকার ট্যাক্সি, বাস এবং তিন-চাকার বাহনকে সিএনজি-তে পরিবর্তিত করাটা একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ ছিলো। যাই হোক, আমাদের কিছু অপ্রীতিকর উদাহরণও আছে। যেমন, দেখা যায়, বিভিন্ন কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য পানি আশেপাশের লোকালয়ের পুকুরে বা নদীতে ফেলা হয় এবং সেই পানি দিয়েই স্থানীয় লোকজন গৃহস্থালী কাজকর্ম করে। সুতরাং, প্রতিটা কারখানারই কর্তব্য হচ্ছে সকল তরল ও গ্যাসীয় বর্জ্যকে ফেলে দেয়ার আগে পরিশুদ্ধ করা, যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিচালনার ক্ষেত্রে শব্দ দূষণ রোধ করা (নিষ্পেষণ বা চূর্ণণ ইত্যাদি), এবং একটি কার্যকর ইটিপি (ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) স্থাপন করা। তৈরি পোশাক খাত, নিটওয়্যার, ফার্মাসিউটিক্যালস, ট্যানারিস এবং যেখানে রঙের কাজ করা হয় সেসব জায়গায় কার্যকর ইটিপি'র ব্যবস্থা করা এখন অপরিহার্য।

২. টেকসই সম্পদ ব্যবহার - যদিও বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, তবুও সচেতন বাবসায়ীদের উচিৎ এই সম্পদগুলো কিভাবে আরো বেশি দক্ষ উপায়ে ব্যবহার করা যায়,তা চিন্তা করা। যখন এসকল সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায় (যেটা দ্রুত-হ্রাসমান সরবরাহের সাথে সাথে অনিবার্য), সম্পদের অল্প একটু অংশ সাশ্রয় করতে পারলেও অনেক লাভ হয়। এরকম সম্পদকে সাশ্রয়ীভাবে ব্যবহার করার চর্চা করতে পারলে কেবল একটি উত্তম পরিবেশই দেয় না, এটা খরচের ক্ষেত্রেও সাশ্রয় বাড়ায়। প্রতিষ্ঠানকে ভাবতে হবে কিভাবে স্বল্প সম্পদ ব্যবহার করে, জ্বালানী সাশ্রয় করে, আরো কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করে যে সব জিনিস একবার ব্যবহার করা হয়েছে তা পুনরায় ব্যবহার করার উপায় বের করে এবং বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানের উৎসাহকে কিভাবে আরো দীর্ঘমেয়াদী করা যায়।

রিড কনসালটিং বাংলাদেশ লিমিটেড এবং অন্যান্য কনসালটিং যুক্ত হয়ে ফার্ম টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে ওয়েট প্রসেস-এর জন্য 'ক্লিনার প্রোডাকশন' নামে একটি কর্মসূচি সূচনা করেছে। আইএফসি-এসইডিএফ এর এই উদ্যোগ টেক্সটাইল কারখানাগুলোকে অকার্যকারিতা চিহ্নিত ও ত্রুটিমুক্ত করতে সাহায্য করে, যাতে করে করনীয় কাজ আরো মসৃণ, মিতব্যয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব হয়। যখন কারখানাগুলো ঘন রঙ্গিন পানি ফেলে, তখন ব্যয়বহুল কেমিক্যাল-এর অপচয় হয়। রঙ করার প্রক্রিয়ায় সঠিক পরিমাণ কেমিক্যাল এর ব্যবহার পরিবেশকে রক্ষা করে এবং মুনাফা বাঁড়ায়।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও খাপ খাইয়ে নেয়া - বিশ্বের বৃহত্তম পরিবেশজনিত সমস্যা হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাপকভাবে চিহ্নিত এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলস্বরূপ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ একটি। বাংলাদেশের একার পক্ষে এটা সমাধান করা সম্ভব নয়, তবে অতিরিক্ত জ্বালানীর ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। ফলে ক্ষয়যোগ্য জ্বালানীর ব্যবহার কমানো, সৌর শক্তি ও